"গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ"

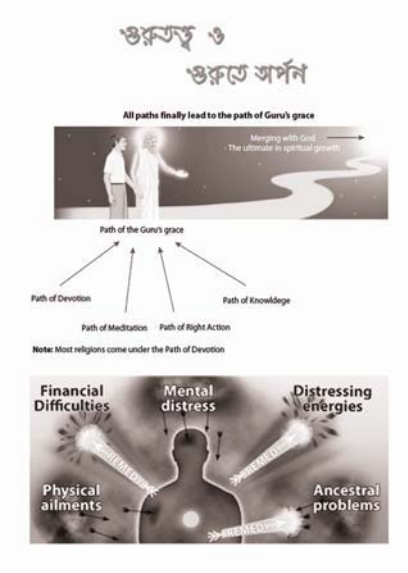

মহাগুরু রমিজ প্রথম পর্বে ভক্তদের তাঁর বিধানের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও দ্বিতীয় পর্বে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাজ্ঞান বিতরণ করেছেন।

উপরোক্ত শিরোনামের বিষয় বস্তু আলোচনার্থে প্রথমেই দু' তিনটি শব্দের কথা এসে যায়। যেমন-গুরু, গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ ইত্যাদি।

অভিধান মতে গুরু হচ্ছেন-

১। কর্ম-ধর্ম জীবনের উপদেষ্টা,

২। সাধন পন্থা নির্দেশক, শিক্ষক, ওস্তাদ ইত্যাদি।

মহাগুরু রমিজের মতে "গুরু হচ্ছেন একজন ভক্তের আধ্যাত্মিক জীবনের কর্মপন্থা নির্দেশক ও ভক্তকে যাবতীয় সৎকর্ম করানোর মাধ্যমে তাঁহার আত্মার ভুল সংশোধন করতঃ সর্ব প্রকার পাপ হতে মুক্ত করতে সক্ষম, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এক মহান ব্যক্তি"।

গুরু সম্বন্ধে আলোচনাকালে মহাগুরু রমিজ গুরুর পারমার্থিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গুরুকে অসাধারণভাবে সদ্‌গুরু হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যার মাধ্যমে স্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টি কৌশল হৃদয়ঙ্গম করা যায় ও অনন্তে বিলীন হওয়া যায়।

এক প্রশ্ন-উত্তর প্রবন্ধে মহাগুরু রমিজের ভাষায় "যিনি অন্তর্যামী, তোমার মনের সমস্ত আবর্জনা দূর করতে সক্ষম, যার সেবা করলে বা

যার আদেশ অনুযায়ী কর্ম করলে দৈববাণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যার কৃপায় জন্ম-মৃত্যু রোধ করতঃ অনন্ত সৃষ্টি-কৌশল হৃদয়ঙ্গম করে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা যায় এবং অনন্ত শক্তির সঙ্গে মিশে অনন্ত কর্মে যোগদান করতে পারে তিনিই সদ্‌গুরু" ।

একই প্রবন্ধে তাঁর ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন-সদ্‌গুরু হলেন আমাদের কর্মের চেয়ে বড় । "যিনি অন্তর্যামী অন্তরের ব্যাথা বেদনা বারণ করেন, যার অনুগ্রহে নিত্য দৈববাণী পাওয়া যায়, যার আদেশ পালনে পূর্বকর্ম ও ইহকালের কর্ম কর্তন হয় এবং আত্মার মুক্তি লাভ ঘটে তিনিই সদ্‌গুরু" ।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ-

তারপর ধারাবাহিকভাবে আসছে গুরুতত্ত্ব বিষয়টি ।

গুরুতত্ত্ব- গুরু সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান, মতবাদ বা দর্শন ।

রমিজের বিধান মতে সদ্‌গুরু অবশ্যই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী হওয়া বাঞ্চনীয়-

(ক) তিনি পারমার্থিক জ্ঞানের জ্ঞানী হতে হবে, যা তিনি ভক্তদেরকে দিতে পারবেন ।

(খ) আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে নিজ কর্ম দ্বারা তিনি নিজকে নিজে চিনতে পেরেছেন এবং এই চিনার মাধ্যমে ভক্তদের কাছে তাঁর এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারেন ।

(গ) ভক্ত মুক্ত করাই হবে তাঁর আরাধনার বিষয়বস্তু ।

(ঘ) তাঁর আত্মাতত্ত্বের কর্ম দেখে ভক্তগণ যেন নিজ নিজ আত্মার ভুল সংশোধন করতঃ নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক মুক্তি লাভ করতে পারে ।

(ঙ) তিনি সর্বত্যাগী ও আত্মত্যাগী হবেন ।

(চ) গুরু রমিজের বিধান মতে স্রষ্টার তরফ থেকে এলহাম, অহি, দৈববাণী, স্বপ্ন ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক আত্মিক বা আধ্যাত্মিক অনুমান বর্জন করতঃ সঠিক বিশ্লেষণ দিবেন ।

(ছ) তিনি ভক্তদেরকে আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক যথার্থ সত্য আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ দিবেন ।

প্রিয় ভক্তবৃন্দ, গুরু ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো শিরোনাম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে শেষ পর্যায়ে গুরুতে অর্পণ কথাটি এসে যায় ।

এখানে গুরুতে অর্পন প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয় । সেটি হলো-গুরুতে কিসের অর্পণ ? বা কার অর্পণ ? যেহেতু ভক্তের জন্যই পৃথিবীতে গুরুর আগমন হয়, ভক্ত ছাড়া গুরুর কোন মূল্যায়ন নেই । সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টার বিকাশ ঘটতে পারে না, তদ্রুপ ভক্ত ছাড়াও একজন গুরু বিকাশ লাভ করতে পারে না । একে আরেকের পরিপূরক । অর্থাৎ দুজন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ।

মহাগুরু রমিজের মতে, গুরুর নিকট ভক্তের পূর্ব প্রতিশ্রুতির কারণেই আত্মার মুক্তি লাভের জন্য গুরু ও ভক্ত পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে আসেন ।

এখন যেহেতু গুরু ও সদ্‌গুরু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে সেহেতু ভক্ত ও পরম ভক্ত সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন ।

<u>ভক্ত (Follower)</u>

- যিনি গুরুকে অনুসরণ করেন ।
- গুরুতে যার অনুরাগ আছে তিনিই ভক্ত । **"ভক্তিতেই মুক্তি"** এই ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিই ভক্ত । এর সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে ভক্তিমার্গ, মার্গ হল-সাধনার একটি পথ মাত্র ।
- ভক্তিমার্গ, ভক্তিপথ বা ভক্তিতত্ত্ব যে মতবাদে জ্ঞান ও কর্ম ব্যতিরেকে শুধু ভক্তি দ্বারা সাধন করলেই পরমতত্ত্বে (স্রষ্টায়) পৌঁছা যায় । ইহাও একটি দার্শনিক মতবাদ । ইহা সূফীদের তরিকা বা সূফী সাধকদের মতবাদ ।

শিষ্য (Disciple / Apprentice)

- যিনি গুরুকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেন তিনি একজন শিষ্য। গুরু আজীবন যে নীতি অনুসরণ করেন ও কর্ম করেন শিষ্যও তা হুবহু তাঁর জীবনে তাই করেন এবং জীবনে মরণে গুরুর অনুগত থাকেন।

উল্লেখ্য যে, আমরা সাধারণভাবে ভক্ত ও শিষ্য শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য না রেখে উভয়কে একাকার করে ভক্ত হিসেবেই সম্বোধন করে থাকি।

এখন আমরা পরম ভক্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো

- **পরম ভক্ত:**
  যিনি গুরু এবং তাঁর বিধানের (নীতির) প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে সারাজীবন বিধান অনুযায়ী কর্ম করে, আত্মত্যাগী হয়েছেন এবং আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সদ্‌গুরুতে লয় হয়ে গেছেন তিনিই একজন পরম ভক্ত (Absolute Follower/Absolute disciple)

  সকল মহাজন ও মহর্ষীই স্রষ্টার সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করার জন্য বিভিন্ন অধ্যাত্ম তত্ত্বের উপর নির্ভর করে সাধন পথে চলার উপদেশ দিয়ে থাকেন। আবার সকল মণিষীর একই সাধারণ মত এইমর্মে যে, *গুরুই সকল তত্ত্বের মূলাধার*। সুতরাং, গুরুর বিধানে গুরুর পাদপদ্মে থাকিয়া গুরু কর্মই পরম ভক্তের মুক্তির একমাত্র পথ ও পাথেয়।

- **<u>গুরুতে অর্পণ:</u>**

গুরু রমিজের মতে গুরুতে অর্পণ বলতে একজন পরম ভক্তের এ জীবনের যত পাপ আছে সেগুলো অকুণ্ঠ চিত্তে সদ্‌গুরুর নিকট প্রকাশ করা এবং তাঁর যা কিছু আছে সবই গুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ করাকে বুঝায়।

প্রিয় ভক্তবৃন্দ, উল্লেখিত শিরোনামে মহাগুরু রমিজ যে আদেশ উপদেশ (রমিজ বিধান) দিয়েছেন তা কেবলমাত্র একজন সদ্‌গুরু ও তাঁর পরম ভক্তের জন্য প্রযোজ্য।